বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড এন্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট)
BANGLADESH LEGAL AID and SERVICES TRUST (BLAST)

২৪ শে এপ্রিল ২০২২

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

রানা প্লাজা ধসে নিহত ও নিখোঁজ শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন, ক্ষতিগ্রস্ত সকল শ্রমিক ও পরিবারের পূনর্বাসন, সকল মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবী

২৪ এপ্রিল ২০২২, রানা প্লাজা ধসের নয় বছর পূর্তিতে ব্লাস্ট আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও উচ্চ আদালতের নজির অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত যুগোপযোগী বিধান অর্ন্তভুক্ত করে শ্রম আইন সংশোধন, নিরাপদ কর্মক্ষেত্র নিশ্চিতকরন এবং ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবারকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দ্রুত প্রদান এবং পুনর্বাসনের দাবী জানাচ্ছে।

ঘটনার দীর্ঘ ৯ বছর অতিবাহিত হলেও আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, অদ্যাবধি কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি, এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিক কিংবা তার পরিবারকে কোন ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়নি, যদিও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকগণ এবং তাদের পরিবার রানা প্লাজা ট্রাস্ট ফান্ড হতে আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। কিন্তু ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিগণকে অদ্যাবধি বিচারের আওতায় এনে ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা যায়নি।

বাংলাদেশ শ্রম আইন অনুযায়ী বর্তমানে নিহত শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম ০২ লক্ষ টাকা এবং আহত শ্রমিকদের জন্য ০২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ ধার্য আছে, যা আদৌ সময়োপযোগী, যথোপযুক্ত কিংবা আন্তর্জাতিক মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাই আমরা কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত শ্রমিকদের এবং তাদের পরিবারের প্রদেয় ক্ষতিপূরণের সিলিং অপসারণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের গ্রহনের আহ্বান জানাচ্ছি। দুর্ঘটনার শিকার কোন আহত বা নিহত শ্রমিকের ক্ষতিপূরণের পরিমান নির্ধারণের সময়ে অবশ্যই তার ভবিষ্যত প্রাপ্য মজুরী, চাকুরী শেষে প্রাপ্য গ্রাচ্যুইটি, অনুমিত চিকিৎসা খরচ, পরিবারের পোষ্যদের অনুমিত খরচ, দুর্ঘটনার পরবর্তী শ্রমিকের মানসিক চাপ এবং সর্বোপরি আন্তর্জাতিক মানদন্ড ও উচ্চ আদালতে নজিরের প্রতি গুরুত্বআরোপ এবং এগুলো আমলে নেবার জন্য ব্লাস্ট জোর দাবী জানাচ্ছে। এখানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সাংবাদিক মোজাম্মেল হোসেনের মোকদ্দমা, চলচ্চিত্র নির্মাতা তারেক মাসুদের মোকদ্দমা এবং এমভি নাসরিন লঞ্চ ডুবির মোকদ্দমা ৩টি বিশেষভাবে উল্লখযোগ্য। এ সকল মামলার সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞ বিচারিক আদালত সমূহ কর্তৃক উপার্জন হারানো (loss of earning) গ্র্যাচুইটি (gratuity) এবং যন্ত্রণা ও দূর্ভোগ (pain and suffering) বিষয়গুলো বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

এডভোকেট জেড আই খান, এডভোকেট সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশ বলেন, *"রানা প্লাজা ধস পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম ভবন ধসের ঘটনা। আমরা ন্যায় বিচার চাই, আর কোন রানা প্লাজার মতো ঘটনা দেখতে চাই না। এ বিষয়ে সরকার ও আইন বিভাগের সুদৃষ্টি কামনা করি।"*

সারা হোসেন, অবৈতনিক নির্বাহি পরিচালক, ব্লাস্ট বলেন, *"রানা প্লাজা ধসের পর কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন এবং তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু আমাদের বিদ্যমান শ্রম আইনে এখনো শ্রমিকদের জীবনকে মাত্র ২ লক্ষ টাকায় মুল্যায়ন করা হয়। রানা প্লাজা ধসে নিহত ১১৩৬ জন শ্রমিকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ও তাদের পরিবার এবং আহত শতাধিক শ্রমিকের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এই দুর্ঘটনার জন্য দোষী ব্যক্তিদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা, বিচারাধীন সকল মামলা নিষ্পত্তির জন্য জরুরি পদক্ষেপ গ্রহন এবং যথাযথ ক্ষতিপূরণের জন্য আইনের পরিবর্তন নিশ্চিত করার দাবী জানাচ্ছি।"*

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন:
communication@blast.org.bd